**শায়েখঃ** আজকে বলব হালাল জীবিকা নিয়ে।

প্রত্যেকের রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ এই জমিনে করে রেখেছেন। প্রতিটি মুসলিমের উপর হালাল রিজিক অন্বেষণ ফরজ করা হয়েছে। হালাল রিজিক ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না। অন্তর কলুষিত হয়ে যায়। ইবাদতে মন বসে না। বসলেও সেটা কোন না কোন ভাবে ভুল অথবা মিথ্যা আবেগ থেকেই। সত্যিকার অর্থেই ইবাদত ও আমলের স্বাদ পেতে হালাল রুজি খুবই জরুরী।

কৈশোর বয়স পার হওয়ার পর যৌবনে পা দেয়া মাত্রই সকল ছেলের উচিৎ পিতামাতা বা পরিবারের কারো উপর নির্ভর করে না থাকা।

আমি বলেছিলাম এখন থেকে মাঝে মধ্যে আমি আমার বিষয়ে একটু একটু বলবো।

জীবনে কত রকমের সমস্যা থাকতে পারে, সেগুলোকে কি করে মোকাবেলা করতে হয়। সে গুলো নবিদের জীবনী পড়লেই মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। তারপরেও নবিদের দাওয়াতী কাজের পাশাপাশি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও মুজিজা আবশ্যক ছিল এবং তাদের কে কিছু বিষয়ে ফেরেস্তাদের দ্বারা সিকিউর করা হয়েছিলো।

তবে নবিগন মানুষ। কেউ কখনই তাদেরকে অতিমানুষ মনে করলে চরম ভুল হবে। অতিমানুষদের অনুসরণ করা যায় না।

তো ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আর এই ধর্মের শেষ নবি মুহাম্মাদ (স) অবশ্যই ধর্মের পথে পরিচালিত হয়েছেন। এবং দ্বীনের কাজ কি করে করতে হয় সে বিষয়ে তিনিই সবার আইডল তথা আদর্শ হওয়া উচিৎ। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কখন কোন পরিস্থিতিতে কি করে মোকাবেলা করতে হয়। কিছু বিষয়ে যেহেতু নবিগন একটু ভিন্নতাও আছে মানে তাদের কিছু সুযোগ সুবিধা ও সিকিউরিটি বিষয় আছে। তাই সেই বিষয় গুলোতে তাদের সত্যিকার সাহাবিদের অনুসরণ করতে হবে।

এখন কথা আসতে পারে তারা তো আপনাদের মত এত কঠিন যুগে ছিল না অথবা বর্তমানে তারা থাকলে কি করতেন? আমরা কি করে এখন দ্বীনের বিষয় গুলো ঐ ভাবে মেনে চলবো? বর্তমানে সবাই দুই নম্বর কারবারী, সুদ থেকে বাচা কঠিন। লেখাপড়ার মনগড়া সিস্টেমে সবাই বন্ধি, ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না, সুদ ছাড়া চলা যায় না সত্যিই কঠিন। এই যুগে আমরা কি ভাবে চলবো?

এই অজুহাত আসতেই পারে আপনাদের মনে। যা সচরাচর আমরা দেখতেছি ও শুনে আসছি। এমনকি হাদিসেও সমর্থন করে এই পরিস্থিতির বিষয়ে। এই যুগে দ্বীনি বিষয়ে পিতামাতা দ্বারা সন্তান বরবাদ, সন্তান দ্বারা পিতামাতা বরবাদ, স্বামী দ্বারা স্ত্রী আর স্ত্রী দ্বারা স্বামী। আত্মীয় আত্মীয়ের, বন্ধু বন্ধুর জন্য। সব কিছু মিলিয়ে মহা কঠিন পরিবেশ ও পরিস্থিতি।

এই যুগে যে দিকে তাকাই মিথ্যা আর মিথ্যা। সাধু ও আলেমগনই সব থেকে বড় ভন্ড, রাজারা নিজেই প্রজাদের জন্য দস্যুর মত, রক্ষকই ভক্ষক।

এই যুগে আমি কি করে জীবন কাটিয়ে যাচ্ছি তা এই জগত স্বাক্ষী। আল্লাহ তো সবই দেখছেন। কেউ আমার মুখামুখি হাসরের মাঠে ওজর দিয়ে বাচতে পারবে না।

আমি একদিনের জন্যেও অদৃশ্য ছিলাম না। এবং প্রতিটি দিনেরই স্বাক্ষী আছে এই জগত

কেউ না কেউ। আমি অবশ্যই স্বীকৃতি দিয়েছি বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি খু্বই প্রতিকুল

এর জন্য এই মানব জাতিই দায়ী।

মুসলিমদের সবাই হায় হুতাস করে, দিন শেষে প্রত্যেকে নিজেই এগুলোর সমর্থনে কাজ করেই যাচ্ছে। বন্ধ করতে কয় জনই সত্যিকার অর্থ সুদ্ধ ভাবে চেষ্টা করেছে?

কারো মনে হতে পারে আমার হয়তো অতটা কঠিন বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয় নি ঠিক এই পয়েন্টেই ভুল। বরং আমার সম্পূর্ণ জীবনে একা এত বিষয়ে ফেইস করতে হয়েছে সম্মানিত নবিগন যাদের নাম কোরআনে আছে তাদের গুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে একত্র করলে বেশ ঘটনা গুলো আমার জীবনে ঘটেছে। এমনকি বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রায় বিষয়ই আমার জীবনে ফেইস করতে হয়েছে।

আমি কয়েক বার বলেছি আমি আমার সম্পর্কে কারো সাথে তেমন বলতে চাই না বিশেষ করে ইনবক্সে। আর যদি বলতেও যাই মনে হবে অনেক বাড়িয়ে বলছি।

**ফাহিম আলমঃ** মনে হলেও কিছু করার নেই। আপনি বলুন। আমরা শুনব। সত্য তো সত্যই।

**শায়েখঃ** আপনাদের জীবিকার বিষয়ে এই প্রসঙ্গ টেনে আনার কারণ হলো জীবিকার পিছনে আমি কি করেছি।

আমি এখনো বলি দ্বীন ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটা সর্বকালের জন্যই। প্রতিটি পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কখন কি করতে হবে তা এই বিধানে আছে। সত্যিকার আমি সেটা অল্প সময়েই আচ করেছি। আর সু্বিধা নিতে সব সময় দ্বীনের মাধ্যমকে গ্রহণ করেছি।

পরিবার ও বংশের কারো হেল্প না নিয়ে অনেকটা শুন্য ভাবে জীবিকার পথ ধরেছি। জীবনে এক দিনের জন্যেও আমি কোন ফিরকার সাথে যুক্ত হই নি। দ্বীনের বিষয়ে কখনই কারো সাথে আপোষ করি নি। কখনও কোন সংগঠন বা দলের হয়ে কাজ করি নি।

তাই বিশেষ কারো থেকে সহযোগিতা নেয়ার বা পাওয়ার সুযোগ বাদ পরে গেল। তো পরিবারের হেল্প নাই তাই বলে বিয়ে করে শশুর বাড়ির যৌতুকে আশা করেছি? তাও না।

বাবার দোয়াও পাই নি, জীবিকার কাজে হেল্প তো বহু দুরের বিষয়। পারলে প্রতিবার মানুষিক আঘাত দিয়েছে। হালাল রুজি অত সহজ না। আবার হালাল রুজি ছাড়া হবে না। অল্প হলেও বরকত থাকবে। অনেকটা শুন্য হাতেই জীবিকার পথে পা দিতে হলো।

২১ বছরের পর বাংলাদেশের আইনে ছেলেরা বিয়ে করলে সেটা বাল্যবিবাহ না। সে যাই হোক ২১ বছর যুবক বয়সেরও উপযুক্ত বয়স। হিসেবে জীবিকার জন্য ১৬ থেকেই একটু একটু করে নেমে যাওয়া উচিৎ। তারপরেও ২০/২২ হলে আর বশে থেকে বাবার হোটেলে খেলে সে ঐ রিজিকের হালাল হারামের জবাব দিতে হবে।

তাই আপনাদের প্রত্যেকের উচিৎ একদিনও দুনিয়াবি পড়ালেখার স্টিষ্টেমের অজুহাতে সময় নষ্ট না করা। প্রত্যেকের বাবা যত দিন জীবিত তত দিন সন্তান বাবার অর্জিত সম্পদের ভাগ দাবি করতে পারে না। তাই কেবল সহযোগিতা নিতে পারে।

যে যেভাবে পারেন সবাই হালাল রুজির জন্য উঠে পড়ুন। হালাল রুজি না হলে ইবাদত যেমন হয় না, তেমনই দানও গ্রহণ যোগ্য না। কষ্ট অর্জিত মেহনতের জীবিকা অন্তরকে কি করে বিশুদ্ধ করে সেটা একবার করেই দেখুন। তখন শায়েখের কথা বুঝতেও সহজ হবে।

**ফাহিম আলমঃ** এটার আলাদা একটা স্বাদ আছে।

**শায়েখঃ** কারণ কান তখন হালাল জীবিকার স্রুত পাবে হৃদয় তখন হালাল রক্ত পাবে। অঙ্গগুলো পরিশ্রান্ত হলে বুঝে নিবেন ঐ গুলো আপনার হয়ে জিকির করে স্বাক্ষ দিচ্ছে।

মানে কোরআনে আছে না, কানে পর্দা পড়েছে, অন্তরে মোহর এটে দেয়া হয়েছে... এগুলো খুলে যাবে,

দেহ পবিত্রতার সুত্র বইবে, প্রকৃতি খুব সম্মান দিবে।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** খুব সুন্দর বলেছেন।

**ফাহিম আলমঃ** তখন অল্প সময়েই অনেক কিছু বোঝা বা অনুধাবন করা সহজ হবে।

**শায়েখঃ** আপনারা যৌবনে পড়া মাত্রই হালাল জীবিকার অন্বেষণ করা উচিৎ। পাশাপাশি বিয়ের প্রস্তুতি নেয়া। যখন দেখবেন স্ত্রী ভরন পোষন করতে পারবেন তখনই বিয়ে করে নেয়া ভাল। কারণ বিয়ে দ্বীনের অর্ধেক। বিয়ে নিয়ে অন্য সময়ে বলব।

তো আমি এত কট্টর ব্যক্তিটি কেমন আছি? কেমন ভাবে কি করেছি? জীবিকার কি অবস্থা?

আলহামদুলিল্লাহ এখন ছোট করে হলেও একজন শিল্পপতি। একাধিক ডিগ্রী আমি আমার অর্থে নিয়েছি। অনেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ডোনার। ফেইসবুকে যতটা কাছে আপনারা পাচ্ছেন এর জন্য সত্যি আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। বাস্তব জীবনে অনেকে দীর্ঘ দিন ওয়েট করে দেখার সুযোগ হয় না। অনেকে সরাসরি কল করে কথার সুযোগ নেই। যাদের কে ওয়েটিং এ রেখে আপনাদের সময় দেই তাদের কারো কারো বেতন লাখ লাখ টাকা।

আশা করি এখন বুঝে নিবেন সময় পরিমানে কতটুকু মূল্যমান, এই সময় গুলো আর এই কথাগুলো কতটুকু গুরুত্ব থাকা জরুরী।

তো আপনারা কে কি ভাবে রিজিক অন্বেষণ করবেন নিজেরাই আগে চয়ন করুন। আমি মনে করি আপনাদের মৌলিক দিক নির্দশনা দিতে পারবো। সব থেকে উত্তম হলো ব্যবসা। তারপর কৃষি।

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

শায়েখঃ তো আপনারা কে কি ভাবে রিজিক অন্বেষণ করবেন নিজেরাই আগে চয়ন করুন।

এমন কিছু যেটা স্ট্যাবল, যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও টাকার প্রবাহ বজায় থাকবে এমন কিছু।

**শায়েখঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ এমন কিছু যেটা স্ট্যাবল, যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও টাকার প্রবাহ বজায় থাকবে এমন…

স্ট্যাবল ও টাকার প্রবাহ বজায় থাকার কোন শর্ত নেই। নিজেরা নিজেদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে নিয়েন না। প্রাথমিক লেভেল ছোট হোক সমস্যা নেই।

**শায়েখঃ** নবিজি একদিন দিনমুজুরও খেটেছিলেন, টাকার বিনিময়ে পশু চরিয়েছেন এমনটা প্রমানিত।

স্ট্যাবল ও টাকার প্রবাহ বজায় থাকার কোন শর্ত নেই। নিজেরা নিজেদের জন্য পরি…

আমার পরিবার স্টার্ট লেভের জন্য কত কথা যে বলতো। মানুষিক যন্ত্রনায় হাউমাউ করে উঠতাম।

রাকিবুল হাসান ও মশিউল অনেক কিছু জানে।

**মাহদি হাসানঃ** একক ভাবে শায়েখ অনেকের ব্যবসা করার সামর্থ্য নাই। কোনো কাজ ছোট না। তারপরও অনেকে অনেক কাজ করতে পারে না। তবে আমরা যৌথভাবে কিছু একটা করলে খারাপ হয় না।

**শায়েখঃ**

মাহদি হাসানঃ একক ভাবে শায়েখ অনেকের ব্যবসা করার সামর্থ্য নাই। কোনো কাজ ছোট না। …

আপনারা প্রত্যেকে এক একটি বিষয়ে পন্য নিয়ে অফলাইন ও অনলাইনে কাজ করতে পারেন। পাশাপাশি সাইট/পেইজ দিয়েও শুরু করতে পারেন।

আমার অভিজ্ঞতা বলে ব্যবসা করতে বেশি পুজি লাগে না। লাগে শ্রম ও মেধা। সততা ধরে রেখে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে কাস্টমারই আপনার ব্যবসাকে বড় করে দিবে।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ আপনারা প্রত্যেকে এক একটি বিষয়ে পন্য নিয়ে অফলাইন ও অনলাইনে কাজ করতে …

জি, আমি এটা দিয়েই শুরু করেছিলাম।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ**

ফাহিম আলমঃ জি, আমি এটা দিয়েই শুরু করেছিলাম

এখন নেই?

**ফাহিম আলমঃ**

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ এখন নেই?

করোনার পর অফ।

**শায়েখঃ** হাসিবের আতরের ব্যবসা আছে।

এরকম করে যে যেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে সে সেই বিষয়ে ব্যবসায় হাত দিন। তবে প্রডাকশনে কাজ করলেও সমস্যা নেই।

আপনারা সবাই যৌথ ভাবেও কাজ করতে পারেন। একে অপর কে পন্য দিয়ে ও যে কোন দিক থেকে সাপোর্ট দিতে পারেন। আর আমার সাপোর্ট তো থাকবেই।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** ফাহিম ভাই কি করেন?

**ফাহিম আলমঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ ফাহিম ভাই কি করেন?

কাপড়ের ব্যবসা করেছিলাম অনলাইনে,এখন সরাসরি দোকান নেয়ার ইচ্ছা।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** এখানে সবাই কি ব্যবসার সাথে জড়িত?

**মাহদি হাসানঃ**

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ এখানে সবাই কি ব্যবসার সাথে জড়িত?

না।

**শায়েখঃ** রিজিক পাওয়ার কোন লিমিটেশন নেই। নিজে থেকে সম্পদ বেশি হয়ে গেলে তো ভালই। তবে যত বেশি হিসেবও তত বেশি। দুনিয়াতে চাপও ততই বেশি মনে রাখবেন।

উপার্জিত সম্পদ ভোগ অথবা দান করার জিনিস। অপচয়/অপব্যয় ও দুনিয়াতে কিপ্টেমী করে রেখে যাওয়ার জিনিস না।

তাহলে আজকে এতটুকুই। আপনারা নিজেরা কে কি করবেন কি ভাবে করবেন বিলম্ব না করে পরিকল্পনা শুরু করে দিন। প্রয়োজনে সবাই নিজেরা নিজেদের সাথে আলোচনা করুন।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** আমরা একটা ওয়েবসাইট বা পেজ বানিয়ে সবাই সবার প্রোডাক্ট সেখানে দিয়ে পেজ মার্কেটিং করলে কেমন হয়?

**মাহদি হাসানঃ**

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ আমরা একটা ওয়েবসাইট বা পেজ বানিয়ে সবাই সবার প্রোডাক্ট সেখানে …

ভালই হয়।

**শায়েখঃ** আমি এমনটাই বুঝিয়েছি।